12

ভাষাপাঠ

বাংলা শব্দভাণ্ডার

12.1 প্রস্তাবনা

ভাষাপাঠ বলতে বোঝায় ভাষার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে পড়াশুনা। এই সব নিয়ম-কানুনের মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তার পরিচয় নিয়ে। বিষয়টি অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ।

বংশধারার দিক থেকে বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষাবংশের সঙ্গে যুক্ত। এই ভাষাবংশের প্রাচীনতম ভাষারূপ পাওয়া যায় বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে। বৈদিক-সংস্কৃত ভাষা কালক্রমে পরিবর্তিত হতে হতে আধুনিক ভারতের অনেকগুলি ভাষার সৃষ্টি করেছে। বাংলা তাদের মধ্যে একটি। তবে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে সংস্কৃত ভাষা থাকলেও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্যদের আসার আগে বাংলা দেশে বসবাসকারী কিছু প্রাক্-আর্য জাতির আদিবাসীদের ব্যবহৃত ভাষার শব্দ। এছাড়াও বহু বিদেশি ভাষার শব্দও বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে — বলায় ও লেখায়। এই সবটা নিয়েই বাংলার **শব্দভাণ্ডার**।

12.2 উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়লে করলে আপনি —

- বাংলা শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলতে ও জানাতে পারবেন;
- বাংলা শব্দের ভাণ্ডার যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দে পূর্ণ সে বিষয় বুঝতে ও বোঝাতে পারবেন;
- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে শনাক্ত করতে পারবেন;
- শনাক্ত করা বিভিন্ন শ্রেণির শব্দকে ঠিক ঠিক ভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে পারবেন;
- বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা দেখাতে পারবেন;
- আলোচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

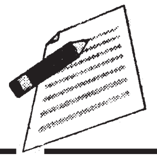

শব্দার্থ ও টীকা

12.3 বিষয়ের রূপরেখা

12.3.1 বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগ

উৎস অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দ প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত — ১) মৌলিক ২) আগন্তুক ৩) সংকর বা মিশ্র দেশি শব্দ, ৪) দেশি শব্দ।

১) **মৌলিক শব্দ :** আগেই বলা হয়েছে বাংলা ভাষার উৎপত্তির মূলে একদিকে রয়েছে সংস্কৃত ও তার বিবর্তিত ভাষারূপ। এইগুলিই মৌলিক শব্দ। এই শব্দ তিন রকম : (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব, (গ) অর্ধতৎসম।

২) **আগন্তুক শব্দ :** বাংলা ভাষার উদ্ভবের পর বাংলা দেশের বাইরে থেকে আসা মানুষদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে সেগুলি আগন্তুক শব্দ। আগন্তুক শব্দ দুরকম : (১) বিদেশি (২) প্রতিবেশী

৩) **সংকর বা মিশ্র শব্দ :** বিভিন্ন শ্রেণির শব্দের মিশ্রণে তৈরি শব্দ।

৪) **দেশি শব্দ :** বাংলা ভাষায় এমন শব্দ আছে যারা কোথা থেকে এসেছে জানা যায় না। তাছাড়া প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভাষা (যেমন - কোল, ভিল, সাঁওতালি ইত্যাদি) থেকে অনেক শব্দ এসেছে। এগুলি দেশি শব্দ।

12.3.2 মৌলিক শব্দ — (১) তৎসম শব্দ

তৎসম শব্দ : 'তৎ' এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হল 'সেই'। তৎসম = তার সমান, সংস্কৃতের মতো।

সুতরাং বাংলা শব্দভাণ্ডারে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তিত বা অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় এসেছে এবং এখনও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আসছে, তাদের বলে তৎসম শব্দ।

যেমন, নদী, চন্দ্র, বায়ু, জল, কৃষ্ণ, বৃক্ষ, লতা, হস্ত, হস্তী, পক্ষী, অশ্ব, মাতা, পিতা, পুষ্প, শয্যা, অরণ্য, পৃথিবী, ধরিত্রী, কন্যা, প্রকৃতি, জীব, জন্তু, মৃত্যু, জন্ম, পদ, কষ্ট ইত্যাদি। এমন হাজার হাজার তৎসম শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.1

১. **নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি তৎসম শব্দ তার পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন। যেগুলি তৎসম শব্দ নয়, তাতে (✗) চিহ্ন দিন :**

(i) বৃক্ষ — ( )	(iv) পুত্র — ( )
(ii) আজ — ( )	(v) হাতি — ( )
(iii) নক্ষত্র — ( )	(vi) চন্দ্র — ( )

12.3.3 অর্ধতৎসম শব্দ

কেষ্টা আয়রে কাছে।

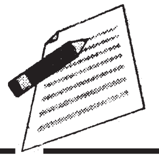

শব্দার্থ ও টীকা

আজ বেস্পতিবার।

পুরুত চলেছেন পুজোয়।

কেষ্টা, বেস্পতিবার, পুরুত এই শব্দ তিনটির মূলে রয়েছে কৃষ্ণ/ বৃহস্পতিবার/ পুরোহিত, এই তিনটি তৎসম শব্দ। এমন বদল ঘটল কীভাবে? উচ্চারণের দোষে মূল সংস্কৃত শব্দের এমন বদল হয়েছে। এগুলো পুরো তৎসম নয়, আধা তৎসম শব্দ।

সুতরাং, যে সকল সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণের দোষে কিছুটা বিকৃত হয়ে বা রূপান্তরিত হয়ে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে জায়গা করে নিয়েছে, তাদের বলা হয় অর্ধতৎসম বা ভগ্নতৎসম শব্দ।

যেমন, জ্যোৎস্না > জোছনা; রৌদ্র > রোদ্দুর; ঘৃণা > ঘেন্না; সূর্য > সুজ্জি; মিত্র > মিত্তির; স্পর্শ > পরশ; প্রাণ > পরান; বৈদ্য > বদ্যি; শ্রী > ছিরি ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.2

1. নীচের শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি অর্ধতৎসম তাতে টিক (✓) চিহ্ন এবং তৎসম শব্দে (✗) চিহ্ন দিন।

(i) বিদ্যে — ( )　　(iv) তৃষ্ণা — ( )

(ii) বেস্পতি — ( )　　(v) মিথ্যে — ( )

(iii) গ্রাম — ( )　　(vi) বিচ্ছিরি — ( )

2. ঠিক উত্তরটির পাশে 'হ্যাঁ' এবং ভুল উত্তরে 'না' লিখুন ঃ

(a) অর্ধতৎসম শব্দ তৎসম শব্দেরই অন্যরূপ। ( )

(b) অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয় তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে। ( )

(c) তৎসম শব্দ থেকে অন্য পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে অর্ধতৎসম শব্দের উৎপত্তি হয়। ( )

12.3.4 তদ্ভব

১　২　৩

কৃষ্ণ > কণ্‌হ > কানু

সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ

হস্ত > হত্থ > হাথ > হাত

সর্প > সপ্প > সাপ

উদাহরণের শব্দগুলো ১, ২, ৩ — এই তিনটি স্তরে সাজানো আছে। ১ নং স্তরের শব্দগুলো তৎসম। ২ নং স্তরের শব্দগুলো ১ নং স্তরের তৎসম শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এগুলো এখন আমরা ব্যবহার করি না। ৩ নং স্তরের শব্দগুলো আমাদের খুবই পরিচিত। এগুলো আমরা ব্যবহার করি। এই ৩ নং স্তরের শব্দগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি। এসেছে পরবর্তী বংশধর হিসেবে প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে। বংশধর হিসেবে তৎ (সংস্কৃত) থেকে এদের ভব (উদ্ভব বা জন্ম), এই জন্য এদের বলা হয় তদ্ভব শব্দ।

শব্দার্থ ও টীকা

যেমন, হস্তী (সং) > হত্থী (প্রা) > হাতি (তদ্ভব/বাংলা)।

অলক্তক (সং) > অলত্তঅ (প্রা) > আলতা (তদ্ভব/বাংলা)।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.3

1. **ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ভুল উত্তরে (✗) দিন।**

   (i) তদ্ভব শব্দ থেকে তৎসম শব্দের উৎপত্তি — (   )

   (ii) তৎসম থেকে তদ্ভব শব্দের উৎপত্তি — (   )

   (iii) তদ্ভব আর বাংলা শব্দ একই — (   )

   (iv) তদ্ভব শব্দ সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে — (   )

12.3.5 দেশি শব্দ

চিংড়ি মাছের মালাইকারি।

টঙে বসে আছ কেন?

ঢেউ খেলে যায় নদীর কূলে।

ঝাঁটা মেরে ধুলো ওড়াই।

গ্রাম্য বধূটি ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছেন।

এখানে চিংড়ি, টঙ, ঢেউ, ঝাঁটা, ঢেঁকি এ শব্দগুলো বাংলা ভাষায় যখন-তখনই ব্যবহার করি। এদের বলা হয় দেশি শব্দ।

টঙ্গ, টাক, খোকা, ঢ্যাঙা, কুড়ি, খুকি ইত্যাদি দেশি শব্দ।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.4

1. **'দেশি' শব্দে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং বাকিতে (✗) দিন :**

(i) ঝাঁটা — ( )	(iv) জল — ( )
(ii) গ্রাম — ( )	(v) ঢেঁকি — ( )
(iii) ডিঙি — ( )	(vi) তেঁতুল — ( )

12.3.6 আগন্তুক শব্দ

বিদেশি শব্দ : আরবি, ফারসি, তুর্কি, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ, ইংরেজি, ফরাসি, চিনা, জাপানি, রুশ, বর্মি, গ্রিক, জার্মান, অস্ট্রেলীয়, স্পেনীয়, ব্রহ্মদেশীয়, মালয়ী, ইতালীয় ইত্যাদি।

উদাহরণ :

বাজারে আজ অনেক মাছ।

স্টেশনে দাঁড়িয়েই রইলাম।

পেয়ারাটা বেশি পাকা।

কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি।

নীচে দাগ দেওয়া শব্দগুলি আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা প্রায়ই ব্যবহার করি বলায় এবং লেখায়। বাংলা অক্ষরে লিখি বলে মনে হয় এগুলি বাংলার নিজস্ব শব্দ। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা থেকে ধার করা। সেজন্য এ শব্দগুলিকে **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

সুতরাং, ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ সোজাসুজি বা কিছুটা বিকৃত করে বাংলায় ব্যবহৃত হয় বলে এদের **বিদেশি শব্দ** বলা হয়।

যেমন : ইস্টিশন (station), হাসপাতাল (hospital), দরদ (দর্দ), ডাক্তার (doctor), রেস্তোরাঁ (restaurant), হাকিম ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.5

1. **শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে)**

   (i) বিদেশি শব্দ ____________ শব্দের মধ্যে পড়ে। (তৎসম, আগন্তুক, তদ্ভব)

2. **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলান মাঝখানের ফাঁকে ডানদিকের উত্তরের ঠিক সংখ্যা বসিয়ে :**

A	উত্তরের সংখ্যা	B
(a) বাংলায় বিদেশি শব্দ এসেছে —	________	(i) বাংলা অক্ষরে
(b) বাংলায় বিদেশি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে —	________	(ii) আর্যদের এদেশে আসার অনেক পরে।
(c) ইংরেজি শব্দ বাংলা লেখায় ব্যবহৃত হয় —	________	(iii) ভারতের বাইরের দেশ থেকে।

12.3.7 প্রতিবেশী শব্দ।

আমার কোনো চাহিদা নেই।

শিবুর কথা বোলো না, ও একটা ফালতু লোক।

কাল নাকি হরতাল?

আমরা প্রায়ই এ শব্দগুলো বাংলা শব্দ ভেবে বাংলায় ব্যবহার করি। আসলে এরা বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্যের শব্দ। যেমন, চাহিদা - পাঞ্জাবি শব্দ, ফালতু - হিন্দি শব্দ, হরতাল - গুজরাটি শব্দ। এমনি কথাবার্তায়, এমনকি লেখায়ও বাঙালিরা বাংলার বাইরের ভিনরাজ্যে ব্যবহৃত ভাষার অনেক শব্দ বলে থাকে।

প্রতিশব্দের আরও উদাহরণ :

হিন্দি শব্দ = ইস্তক, পুরি, কচুরি, খাটা, খানা, লাগাতার, আপস, চানাচুর, বন্ধ্, ঝান্ডা, টহল, দাঙ্গা, তাগড়া, ডেরা, বেলচা, লাগাতার, চামেলি, ঝাড়ু, লোহা ইত্যাদি।

গুজরাটি শব্দ = খাদি, গরবা, তকলি ইত্যাদি।

পাঞ্জাবি শব্দ = শিখ, ধাবা ইত্যাদি।

মারাঠি শব্দ = চৌথ, বর্গি, পাটিল, কুলকার্নি ইত্যাদি।

তামিল শব্দ = চুরুট, পিলে (ছেলেপিলে), খোকা, খুকু ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 12.6

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন এবং ঠিক না হলে (✗) দিন।

(i) ভিনপ্রদেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ বাঙালি গ্রহণ করেছে। — ( )

(ii) 'চাহিদা' শব্দটি হিন্দি শব্দ — ( )

(iii) অন্য যে কোনো ভারতীয় শব্দকেই দেশি শব্দ বলা যায় — ( )

(iv) 'কাহিনি' শব্দটি বাংলা শব্দ নয় — ( )

2. নীচের প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে লিখুন :

(a) 'আগন্তুক শব্দ' বলতে কী বোঝায়?

(b) সাধারণত কোন্ কোন্ ভাষার বেশি শব্দ বাংলায় এসেছে?

(c) আগন্তুক শব্দ হিসেবে ভারতের বাইরের দেশের এবং ভারতের অভ্যন্তরের রাজ্যে ব্যবহৃত শব্দের পার্থক্য কী?

(d) বাংলা এবং ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষার লেনদেনের ফল কী হয়েছে?

12.3.7 সংকর বা মিশ্র শব্দ :

কাজ-কারবারে মন্দা চলছে এখন।

স্কুলশিক্ষককে সকলেই সম্মান করে।

ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন।

দেখা যাচ্ছে একাধিক শব্দ মিলে একশব্দে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি বাক্যে।

কাজ-কারবার — কাজ (তদ্ভব শব্দ), কারবার (বিদেশি শব্দ);

স্কুলশিক্ষক — স্কুল (বিদেশি শব্দ), শিক্ষক (তৎসম শব্দ);

ডাক্তারবাবু — ডাক্তার (বিদেশি শব্দের বিকৃত রূপ), বাবু (দেশি) — এভাবে শব্দগুলি মিলে গিয়ে একটি শব্দে পরিণত হবার ফলে এদের বলা হয় **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**।

সুতরাং তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের একের সঙ্গে অন্য শব্দের কিংবা এক শব্দের সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে যে শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে **সংকর** বা **মিশ্র শব্দ**। যেমন, **বাবুগিরি** — বাবু (দেশি) + গিরি (বিদেশি প্রত্যয়); **বে-হাত** — বে (বিদেশি উপসর্গ) + হাত (তদ্ভব) ইত্যাদি।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 12.7

1. **শূন্যস্থানে ঠিক উত্তরটি বসান : (ডানদিকের বন্ধনী থেকে)**

   (i) সংকর শব্দ বাংলা ভাষার ____________ তৈরি শব্দ। (নিজের/ ধার করা/ কিনে আনা।)

   (ii) সংকর শব্দ আর আগন্তুক শব্দ ____________ শব্দ নয়। (বিদেশি শব্দ/ একজাতীয়/ ইংরেজি শব্দ)

   (iii) ‘ডাক্তারবাবু’ হল ____________ শব্দ। (বিদেশি শব্দ/ মিশ্র শব্দ/ ইংরেজি শব্দ)

   (iv) সংকর শব্দ ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষা ____________ হয়েছে। (দুর্বল/ সমৃদ্ধ/ ক্ষতিগ্রস্ত)

12.4 আপনি যা শিখলেন

(i) সংস্কৃত ভাষা বাংলার আদি ভাষা, প্রতিবেশি রাজ্যের ভাষা, বিদেশিভাষা— এ সব রকম ভাষা মিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার।

(ii) বাংলা ভাষায় যোগ হয়েছে দেশ-বিদেশের বহু শব্দ।

(iii) বাংলা ভাষা অন্য ভাষার শব্দগ্রহণের ফলে সেই সেই দেশের মানুষের সঙ্গে মনের যোগ তৈরি হয়েছে।

(iv) অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার লেনদেনের ফলে অন্য দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে।

(v) বিভিন্ন দেশের মানুষের ব্যবহৃত শব্দ গ্রহণের ফলে বাংলার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে।

(vi) বাংলা ভাষা অন্য দেশের ভাষাকে গ্রহণ করে একেবারে নিজের করে নিয়েছে।

12.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন :

1. বাংলা শব্দভাণ্ডারে উৎসবিচারে কতরকমের শব্দ আছে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

2. উদাহরণসহ নীচের বিষয়গুলির পার্থক্য দেখান :

   (a) তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দ;

   (b) তৎসম ও তদ্ভব শব্দ;

   (c) মৌলিক ও আগন্তুক শব্দ;

   (d) দেশি ও বিদেশি শব্দ;

   (e) তদ্ভব ও দেশি শব্দ।

3. সংকর শব্দের অর্থ কী? এ জাতীয় শব্দ কীভাবে তৈরি হয়েছে? দুটি উদাহরণ দিন।

4. সাধারণত কোন্ কোন্ অ-বাংলা ভারতীয় শব্দ বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে? এর ফলে কী হয়েছে?

শব্দার্থ ও টীকা

5. বিদেশি শব্দ গ্রহণ করার ফলে বাংলা ভাষা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে কি? এর পক্ষে বা বিপক্ষে আপনার মতামত দিন।

6. নীচের শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলায় প্রচলিত আগন্তুক শব্দ দিয়ে বাক্য রচনা করুন।
পেয়ালা, কেদারা, ছবি, লেখনী, আদেশ।

7. নিজের তৈরি দশটি বিভিন্ন শ্রেণির একটি তালিকা তৈরি করুন:

12.6 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

12.1

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✓ (v) ✗ (vi) ✓

12.2

1. (i) ✓ (ii) ✓ (iii) ✗ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓
2. (a) না; (b) হ্যাঁ; (c) না।

12.3

1. (i) ✗ (ii) ✓ (iii) ✓ (iv) ✗

12.4

1. (i) ✓ (ii) ✗ (iii) ✓ (iv) ✗ (v) ✓ (vi) ✓

12.5

1. (i) আগন্তুক (ii) বিচার ও শাসনব্যবস্থা (iii) গ্রিক (iv) পোর্তুগিজ।
2. (a) (iv) (b) (iii) (c) (ii) (d) বাংলা অক্ষরে।

12.6

1. (i) ✗ (ii) ✗ (iii) ✗ (iv) ✓
2. (a) যে শব্দ বাংলার বাইরের অন্য রাজ্য থেকে বা ভারতের বাইরের অন্য দেশ থেকে বাংলা ভাষায় মিশে গেছে তাকে বলে আগন্তুক শব্দ।
   (b) সাধারণত হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, মারাঠি, তামিল ইত্যাদি শব্দ বাংলায় এসেছে।
   (c) ভারতের বাইরের দেশের শব্দ সম্পূর্ণভাবে বিদেশি শব্দ আর ভারতের অন্য রাজ্যের ভাষা বাংলা না হলেও আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ভাষা।
   (d) বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্য ভাষার মিলনের ফলে একদিকে যেমন অন্য রাজ্যের মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটেছে, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক মিলনও ঘটেছে।

12.7

1. (i) নিজের; (ii) একজাতীয়; (iii) মিশ্রশব্দ; (iv) সমৃদ্ধ।